দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে উপস্থাপিত গবেষণাসন্দর্ভসার

গবেষণাকারী

সুদীপ্তা সামন্ত

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২২

দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে আমার লক্ষ্য বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত 'দান' বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখপূর্ব্বক তার বিচার বিশ্লেষণ ও দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা । এই উদ্দেশ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে গবেষণাপত্রের সমগ্র আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে সাতটি অধ্যায়ে, যেখানে দান বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সহ জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টান দর্শন তথা আদর্শে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত বাণিজ্য সংস্থাগুলির দানক্রিয়ার উল্লেখসহ এর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও মনোস্তাত্বিক দিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দান

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতাসহ উপনিষদে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও বিধি বিষয় ।

ঋগ্বেদ সংহিতায় দান :

বৈদিক জীবনচর্যানুসারী প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় সদাচার মূলত মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যেই পরিচালিত হত। এইরূপ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অন্যতম আদর্শ পদ্ধতি রূপে নির্ধারিত হয়েছিল শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণানুসারী কর্ত্তব্যকর্ম এবং আশ্রমধর্ম । বর্ণ ধর্ম অনুসারী এইরূপ শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্মই প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুশাসনরূপে মান্যতা লাভ করেছিল, যেখানে দান অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত ও নির্দেশিত হয়েছিল । ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে মোক্ষ বা মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত ধর্মীয় সদাচারে দান প্রসঙ্গ । এই

প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা । প্রাথমিকভাবে 'দান' ক্রিয়াকে সদাচাররূপে উল্লেখপূর্ব্বক বৈদিক সাহিত্যের যুগে উপাসনা পদ্ধতির অন্যতম রীতিরূপে যজ্ঞে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে এই 'দান' ক্রিয়ার অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, যজ্ঞরীতির প্রয়োজনে উচ্চারিত মন্ত্র বা ঋক্ এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্য স্তুতি বন্দনা করা এবং কৃপাপ্রার্থী হওয়ার কথা । বহু দেব ও দেবী যেমন, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সবিতা, মিত্র, বায়ুর উল্লেখপূর্ব্বক তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করে যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করার পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মীয় সদাচাররূপে 'দান' ক্রিয়ার তাৎপর্য্যপূর্ণ গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে । কর্ত্তব্য - কর্ম অর্থে বর্ণিত দান প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে, দরিদ্রকে ধনীর দান করা অন্যতম কর্ত্তব্য । সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ধন ও অন্নদান ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রসংশিত ছিল । অন্নদানকারীদের এই সূত্রে ঋগ্বেদে ভোজ বা দাতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । এইপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সৃষ্টির সময় দেবতা প্রাণির দেহে যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বোধ সৃষ্টি করেছেন তা নিবারণে অসহায় ও আর্ত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার জন্য দাতাদের উদার মানসিকতা রাখতে হবে । তাই অন্নের জন্য যাচ্ঞাকারী কোন ব্যক্তি যদি কোন গৃহস্থের কাছে অন্নের জন্য যাচ্ঞা করেন তবে বিনা শর্তে তাকে অন্ন দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করতে হবে। দাতা রূপে গৃহস্থকে সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে যাতে কোন যাচ্ঞাকারীই তাঁর গৃহ থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে না যান । আরও দেখা যায়, দান অন্যতম প্রশংসনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য রূপে নির্দেশিত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এই বিষয়ে নিন্দামূলক মনোভাবও উল্লিখিত হয়েছে । দান বিষয়ক এইরূপ ভিন্ন মতের তাৎপর্য্য কীরূপ ? তা এই আলোচনায় বিবেচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 'দেবতা'এই পদটি কেবল দেব - দেবী অর্থেই নয় বরং ব্যাপকার্থে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনসাধক বিষয়বস্তুর সম অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে । তবে দান বিষয়ে যে সর্বদাই এক প্রকার প্রশংসনীয় মনোভাব উল্লিখিত হয়েছে এমন নয়, বরং উল্লেখ্য যে, দাতারূপে দান কর্মের প্রশংসা করা হলেও যাচ্ঞাকারী রূপে নিন্দনীয় মনোভাবেরও উল্লেখ হয়েছে । এই প্রসঙ্গে দানকর্মের প্রশংসায় বিরোধী মনোভাবের আশঙ্কা হলেও সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির জীবন - যাপনে তার স্বনির্ভরতার এবং কর্মক্ষমতার উপর গুরুত্ব প্রদানও বর্ণনা করা হয়েছে ।

মনুসংহিতায় দান :

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে **'মনুসংহিতা'** উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থের নাম । **'ধর্মশাস্ত্র'** রূপেই নয় বরং **'স্মৃতিশাস্ত্র'** রূপেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় । কারণ বেদ ও পুরাণ নির্দেশিত বিবিধ যজ্ঞ, পূজার্চনা, বিভিন্ন ধর্মীয়

অনুষ্ঠান ও সদাচার , আরাধনা, প্রায়শ্চিত্য কর্ম ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম মনুসংহিতার আলোচ্য হওয়ায় একে 'ধর্মশাস্ত্র' এবং বেদোত্তর কালে রচিত হওয়ায় একে 'স্মৃতিশাস্ত্র'ও বলা হয় । মনুসংহিতা অংশে দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, বর্ণধর্মানুসারী কর্ত্তব্য কর্ম ও জীবিকা ব্যবস্থায় দানের গুরুত্ব। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মেধাতিথিভাষ্যে বর্ণিত ব্যক্তির 'নৈমিত্তিক দানাধিকার' । সাময়িক প্রদান প্রকৃত অর্থে দান পদবাচ্য কীনা ? এই প্রশ্নের সমাধানেও আলোকপাত করা হয়েছে । আলোচিত হয়েছে, রাজার কর্ত্তব্যরূপে দান, ব্রহ্মজ্ঞান দান , দানের পাত্র ও অপাত্র নির্ধারণের বিধি বিষয় ও প্রতিগ্রহ দান । বিশুদ্ধ ব্যক্তির (যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন করেন) কাছ থেকে দান গ্রহণ করাই শাস্ত্রে 'প্রতিগ্রহ দান'রূপে বিবেচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রতিগ্রহের গ্রহীতা, দাতা, তাদের বিশুদ্ধতা বা সামর্থ্য বিধি ও নৈতিক শর্ত ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে । দান বিষয়ে গ্রহীতার সামর্থ্য বিচার্য্য হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিধি-বর্হিভূত দানেরও সমর্থন করে বলা হয়েছে - যাচ্ঞাকারীর যাচ্ঞানুসারে কিছুমাত্র হলেও দান করা উচিৎ। কোন যুক্তিতে এইরূপ বিধি-বর্হিভূত দানের সমর্থন করা হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে । আলোচিত হয়েছে, উঞ্ছশিলবৃত্তি , যাচ্ঞা ও প্রার্থনা, ভিক্ষা দান প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে মনুসংহিতার অবস্থান । দানের ফললাভ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, মনুসংহিতার নির্দেশ, দুঃখজীবি স্বজনকে অবহেলা করে যে লোক পরজনে দাতা তার দান পরিণামে বিষময়, তীর্থে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দানও সেইরূপ । মনুসংহিতায় দান প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রাধান্য পেয়েছে শূদ্রদের দানাধিকার প্রসঙ্গের আলোচনা এবং অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বর্ণিত অপশূদ্রাধিকরণ প্রসঙ্গ । কী অর্থে মনুসংহিতায় শূদ্রদের জন্য বেদ পাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে, এইরূপ নির্দেশের দার্শনিক তাৎপর্য্য কীরূপ এবং তার প্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার কী পরিচয় পাওয়া যায় তা দেখতে চেষ্টা করেছি ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতায় দান :

দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে মনুসংহিতার মতো যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাসহ ব্যাস, হারীত, উশন্, শঙ্খ, বিষ্ণু ও অত্রি এই সকল সংহিতার নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল সংহিতাতেও দান বিষয়ে বিবিধ বর্ণনা ও নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় । উল্লেখ্য যে, দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল সংহিতার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত এই তিনটি অধ্যায়ে উল্লিখিত বিবিধ

নির্দেশ ও বর্ণনা অন্যতমরূপে গুরুত্বপূর্ণ । তিনটি অধ্যায়েই তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত আশ্রমধর্ম অনুসারে ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম সম্পর্কিত উপদেশ ও নানা বিধি প্রসঙ্গে 'দান' ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতা ধরে আলোচনা করেছি যাচিত অযাচিতরূপে দানের দ্বিবিধ প্রকার , দান সম্পর্কে দাতারূপে 'দুস্কার্য্যকারী'দের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ ও গ্রহীতার বিধিবিষয় । আলোচিত হয়েছে, শ্রেষ্ঠ দান রূপে ব্রাহ্মণকে দান এবং 'সম্পূর্ণ' ও 'অসম্পূর্ণ' পাত্রভেদে শ্রেষ্ঠ দানের বিচার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেণীকরণ ব্যবস্থাসহ নিত্য কর্ত্তব্যরূপে বিবিধ দান প্রসঙ্গ । দানের গুরুত্ব ও ফল বিষয়ে ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব, অন্নদান ও অযাচিত দানের প্রাধান্য এবং এই সকল বিষয়ে ব্যাস, অত্রি, হারীত, শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতার সমর্থনও তাৎপর্য্যসহকারে উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে ।

উপনিষদে দান :

প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনা ও ধর্ম - নীতিবোধের যে যাত্রার সূচনা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য ও তার ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে তার শেষ পর্ব উপনিষদ । এই উপনিষদ অংশেই বৈদিক সাহিত্যে তথা চিন্তাভাবনার পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় । এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাই মূল উপনিষদের বিভাগ কতগুলি সেই বিষয়ে মত পার্থক্যও পাওয়া যায় । অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য বৈদিক উপনিষদের যে তালিকা করেছেন তাতে প্রশ্নোপনিষদ, মুণ্ডক, মান্ডুক্য, কেন, ছান্দোগ্য, ঈশ, বৃহদারণ্যক, কঠ, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ঐতরেয় এবং কৌষিতকী, এই মোট বারোটি উপনিষদের উল্লেখ হলেও কোথাও বা এর সংখ্যা চৌদ্দ বলেও উল্লিখিত হয়েছে । তবে উপনিষদের সংখ্যা বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও এর মূল আলোচ্য বিষয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ; যাকে উপলব্ধি করাই হল মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য সেই বিষয়ে অধিকাংশ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায় । উপনিষদ অনুসারে এইরূপ পরম লক্ষ্য লাভের অন্যতম সহায়ক হল 'দান ক্রিয়া'। সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন উপনিষদে দান বিষয়ে বহু উল্লেখ, বর্ণনা ও নির্দেশ হয়েছে । উক্ত সকল বর্ণনা ও আলোচনার মধ্যে তিনটি বিষয়ের দান আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপে উল্লিখিতও হয়েছে, যেমন - বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা , আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান এবং অন্ন দান । শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিষ্যের উদ্দেশ্যে আচার্য্যের উপদেশ দান, দান বিষয়ক বিধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান দান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে দান মাত্রেই পুণ্যফলদায়ক নয় । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে রাজা বাজশ্রবশের দানকাহিনী ও পুত্র নচিকেতার আশঙ্কা । আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার

বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথাক্রমে জীবের অন্তঃকরণ বা চিত্তশুদ্ধি তথা চিত্তের স্থিরতা এবং ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের 'প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ' এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে নির্দেশিত, 'দ দ দ দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি' তত্ত্ব । উপনিষদে যজ্ঞ ও অন্ন, অন্নদান ও প্রাণদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসহ ঐজাতীয় দানের মূলে রয়েছে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের ভূমিকা তাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দান বিষয়ে মহাকাব্যে, ভগবদগীতায় এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দানতত্ত্ব কীভাবে বর্ণিত হয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান অংশে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত সকল নয় বরং এমন কিছু দানক্ষেত্র আলোচিত হয়েছে যেক্ষেত্রগুলিতে প্রচলিত অর্থসহ ব্যাপকার্থে দান শব্দটির ব্যবহার হয়েছে । মহাকাব্যিক পরিসরে বর্ণিত এইসকল দান স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও উক্ত স্থলগুলি কীরূপে দান বলে উল্লিখিত এবং বিবেচিত হয়েছে তা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে বিচার - বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে । বর্তমান অধ্যায়ের অন্য দুটি পর্ব বা অংশে যথাক্রমে মোক্ষার্থে দানের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদগীতার মত এবং কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান প্রসঙ্গ ।

মহাকাব্যে দান :

রামায়ণ ও দান :

মহাকাব্যিক পরিসরে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত দানতত্ত্বের আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয়ক্ষেত্রেই দান শব্দটির প্রচলিত অর্থগত পরিসরে ব্যাপক ভাবের সংযোজনা হয়েছে । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, রামায়ণ মহাকাব্যের বিভিন্ন খন্ডে প্রচলিত অর্থে বিষয় বস্তুর দানসহ পরিচয় দান,

সান্ত্বনা দান, সম্মতি দান, আশ্বাস দান, পরামর্শ দান, উপদেশ দান, বর দান, উৎসাহ দান, সংবাদ দান, অনুজ্ঞা দান এইরূপ কিছু নব অর্থের অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে ।

মহাভারত ও দান :

মহাভারত মহাকাব্যের শান্তিপর্বে বর্ণিত দান বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, বিষয় দান অর্থে কোথাও যেমন উল্লেখ হয়েছে দ্রব্য দান, সুবর্ণদান ইত্যাদির কথা তেমনি আবার ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য - কর্ম রূপে, পরামর্শ দান অর্থে, জীবন দান বা আত্ম দান অর্থে ইত্যাদি অর্থেও দান ভাবনার উল্লেখ হয়েছে । যেখানে দাতার দানের লক্ষ্য পরহিত সাধন করা । তাই মহাকাব্যিক পরিসরে বর্ণিত উক্ত স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে ।

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় দান :

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের এই চতুর্বিভাগের পরিসরে একেবারে শেষ প্রান্তে যে ভগবৎ তত্ত্বের প্রচার হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হয়েছিল অবিদ্যা তথা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীব সকলকে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা । সেই উদ্দেশ্যে গীতক্তো ধর্মপোদেশে প্রচারিত হয়েছিল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিন মার্গের সমন্বয়কারী এক অন্যতম মার্গ । যে মার্গের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ও তাঁর সঙ্গে সাযুয্য হওয়া ও সান্নিধ্য লাভের মধ্যে দিয়ে জীবের জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে মুক্তির সন্ধান দেওয়া । এইরূপ মুক্তিতত্ত্বে ভগবদগীতায় যজ্ঞ এবং তার অন্যতম অঙ্গরূপে দানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভিন্নতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দানের ত্রিবিধ প্রকার এবং শ্রেষ্ঠ দান প্রসঙ্গ । ভগবদ্‌গীতা অনুসারে দানের শ্রেষ্ঠতা বিচারের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে , দাতার ব্যক্তিগত সংস্কার, বিবেচনাবোধ ও গ্রহীতার প্রতি শ্রদ্ধা মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দানের উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে তামসিক এবং রাজসিক দান কর্মবন্ধনের জনক হওয়ায় তা সম্পাদনের আগে দাতার বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য । সকাম কর্মরূপে রাজসিক দানে দাতা ইহলোকে তার কাম্য ফললাভের লক্ষ্যে উপনীত হলেও তা দাতাকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে যে বিচলিত করে সেই বিষয়ে তাঁকে বিবেচনা করতে হবে । দ্বিতীয়তঃ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় সম্পাদিত তামসিক দানে দাতার তো কোন

পুণ্যকর্মের সঞ্চয় হয় না বরং তা তার জীবনে সঞ্চিত সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নগামী করে তার মন্দকর্ম ফলের জনক হয় । এইরূপে দেখা যায় যে, উভয় প্রকার দানই কর্ম বন্ধনের জনক হয়। তাই বলা হয়েছে, দান বিষয়ে শ্রদ্ধার সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শ্রদ্ধাই প্রধান । নিষ্কাম মনোভাবে দেবতার উপাসনা করার লক্ষ্যেই তার কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে দানব জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন বলি দান করেন, তবে সেই দানই সাত্ত্বিক বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা প্রসূত দান । এইরূপ দানই নিস্কাম মনোভাবে সম্পন্ন দান , যা মোক্ষফলপ্রদায়ক । তাই বলা হয়, ত্রিবিধ দান মধ্যে সাত্ত্বিক দানই হল শ্রেষ্ঠ দান। তার মধ্যে দিয়েই সাধিত হবে জগতের প্রকৃত মঙ্গল এবং জীবের পূর্ণ মুক্তি ।

কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণ

দান প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে কৌটিল্যের পররাষ্ট্র নীতিতত্ত্ব । কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে যেভাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচিন্তার চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন সেখানে দেখা যায়, মূলতঃ দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হতো । প্রথমতঃ ধর্ম ও নীতিবোধের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট তথা সামাজিক শাসন ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ পররাষ্ট্রনীতির সম্প্রসারণ এবং জটীল কূটনীতিগত রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান ধারণা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা । রাষ্ট্র পরিচালনা প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রধারায় প্রাধান্য পেয়েছিল পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক তত্ত্ব । রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে রাজা সর্বদাই সুকৌশলী হবেন, এমন মতের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, রাজ্য পরিচালনার এই দ্বিতীয় ধারায় যেকোন উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি তত্ত্ব সমর্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় বিধানের অমোঘ নিয়মও শিথীল হয়েছে । এইরূপ রাষ্ট্রধারায় রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজার জন্য যেসকল কর্ত্তব্য কর্মের নির্দেশ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ‘দান’ ব্যবস্থা ছিল অন্যতম । এক্ষেত্রে ‘দান’ক্রিয়া রাজার কাছে বিষয়ভিত্তিক উপহার এবং কৌশল উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাজার কর্ত্তব্য কর্ম প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে মনুসংহিতানুসারে সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এইরূপ ‘ষাড়গুণ্য বিধি’র উল্লেখ হয়েছে । এই সকল বিধি অনুসারে রাজা তার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কার সঙ্গে সন্ধি করবেন, কার উপকার কিংবা অপকার সাধন করবেন, কার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন কিংবা কাকে উপেক্ষা করবেন আবার যুদ্ধের সময়ে কোন রাজার কাছে আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনা করবেন এবং কার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, কোন রাজার সঙ্গে আগে সন্ধি করে পরে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তা নির্ণয় করতে সমর্থ হতেন । রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে এইরূপ ষাড়গুণ্য বিধির প্রয়োগ প্রসঙ্গে যে চার প্রকার উপায়ের উল্লেখ হয়েছে, সেগুলি হল - সাম, দান, ভেদ ও

দন্ড নীতি। রাজা তার শত্রু, মিত্র, উদাসীন, মধ্যম এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক এই চতুরুপায়ের প্রয়োগ করবেন । উক্ত চতুরুপায়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধ 'ভেদ' এবং 'দন্ড' নীতি এবং তুলনায় দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 'সাম' ও 'দান' নীতির প্রয়োগ করবেন । দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য বা বিষয়ের ব্যক্তি মালিকানা ত্যাগ করে অন্যের সাহায্যে তা দেওয়া এইরূপ সাধারণ অর্থের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে দাতার কূটনৈতিক মনোভাব । অর্থশাস্ত্রে এইরূপ দান প্রসঙ্গ কীরূপে একইসঙ্গে রাজার কর্ত্তব্য এবং রাজ্য পরিচালনার কৌশল উভয় অর্থেই নির্দেশিত হয়েছে সেই বিষয়েই বর্তমান অধ্যায়ের এই পর্বে আলোকপাত করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান

অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জৈন ধর্মের তত্ত্বার্থসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে , 'অহিংসা' নীতি অভ্যাসের একটি অন্যতম মাধ্যম হল দান । কারণ একজন ব্যক্তি যখন অপরের প্রয়োজনে নিজ বিষয়ের অধিকার বা স্বতঃবোধের পরিত্যাগ করবেন তখন সেই বিষয়ে তার স্বার্থ মনোভাবের সংযম হবে যা হিংসার ত্যাগ ব্যতীত আর কিছু নয়। এইরূপ উদ্দেশ্যে নীত হওয়ার লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় অনাগারী বা শ্রমণ এবং আগারী বা শ্রাবক সমাজের অন্যতম প্রধান এই দুই সম্প্রদায়ের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যরূপে পঞ্চমহাব্রত এবং অণুব্রতে উভয়ের দান কর্ত্তব্য, ভূমিকা ও তার গুরুত্ব । পঞ্চমহাব্রতের অন্তর্গত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই প্রতিটি ব্রতের পালনের জন্যেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল সংযম ও ত্যাগ । এইরূপ সংযম ও ত্যাগ উভয় অর্থেই দান প্রতি ব্রতের অন্তর্গত হলেও এই প্রসঙ্গে অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ ব্রতে দানের অধিক প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে । এবিষয়ে জৈন মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, অহিংস আদর্শে পরিচালিত মূলব্রতে উল্লিখিত পঞ্চবিধ ব্রত মধ্যে 'অস্তেয়' এবং 'অপরিগ্রহ' ব্রত যেন বিশেষভাবে 'দান' নিয়মের সমর্থন করে । জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রত ছাড়াও অতিরিক্ত ব্রতেরও উল্লেখ হয়েছিল । সেই অতিরিক্ত ব্রতগুলি কী? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন তত্ত্বার্থসূত্র অনুসারে বলা যায়, যেসকল ব্রতগুলি উক্ত পঞ্চব্রত পালনে শ্রমণ ও শ্রাবকদের অন্যান্য যে ব্রতগুলি সহায়ক ছিল তাদের বলা হয় 'উত্তরব্রত' বা 'উত্তরগুণ' । এইরূপ উত্তরব্রতরূপে জৈন মতানুসারে অনুব্রতধারী শ্রাবকদের জন্য তিনটি গুণব্রত এবং চারটি শিক্ষাব্রতসহ মোট

বার প্রকার ব্রতের উল্লেখ ও আলোচনা করা হয়েছে । যার প্রতিটিতেই ত্যাগ অর্থে দান ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আগারী বা শ্রাবকদের জন্য আলোচিত হয়েছে, মূলব্রত অতিরিক্ত ব্রতরূপে নিত্য কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে গুণব্রত ও শিক্ষাব্রতের বিভিন্ন বিভাগ ও তার গুরুত্ব । এই প্রসঙ্গে 'দিগ্‌ব্রত', 'ভোগপভোগ - পরিমাণব্রত ' এবং 'অনর্থদণ্ডব্রত ' - এর উল্লেখ হয়েছে। সমাজে অহিংস আদর্শের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জৈন ধর্মে নির্দেশিত নৈতিক বিধিসমূহ এবং নানারূপ ধর্মীয় অনুশাসন সমাজে বসবাসকারী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বিভেদের অবসান ঘটিয়েছিল । যার মধ্যে শিক্ষাব্রতের ভূমিকা ছিল অন্যতম । শিক্ষাব্রতের অন্তর্ভূক্ত চার প্রকার ব্রত অর্থাৎ দেশাবকাশিকা, সামায়িকা, প্রষধোপবাস এবং অতিথি সংবিভাগ ব্রত বা দান এর পালন প্রতি শ্রাবকের জন্যই ছিল আবশ্যিক কর্ত্তব্য । দানের প্রকার প্রসঙ্গে আহার, ঔষধ, বিদ্যা ও অভয় এইরূপ চতুর্বিধ দানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে । দানের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, দাতার জন্য নির্দেশিত সাতটি বৈশিষ্ট্য, গ্রহীতার বিধি, দানের উদ্দেশ্য, বিষয়, শর্ত ও ফলাফল । জৈন ধর্মীয় অনুশাসনে বর্ণিত দানতত্ত্বের এইরূপ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে , বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন প্রাণিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জীব বৈচিত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস এবং কর্ম ও নীতি উপযোগবাদের সহাবস্থান এবং নির্দিষ্ট বিধির নিরিখে পরিচালিত দানক্ষেত্রে দানাধিকারের বিচারে দাতা ও গ্রহীতাভেদে প্রকৃত দাতা কে এইরূপ প্রশ্ন ।

চতুর্থ অধ্যায় : ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা । শ্রমণ পরম্পরার অন্যতম অপর একটি দর্শন হল বৌদ্ধ দর্শন । বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ । বুদ্ধদেবের ধর্মবিষয়ক মত, উপদেশাবলী ও বাণীগুলি সংকলিত করে যে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয়, তার নাম দেওয়া হয় ত্রিপিটক । এই ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম । ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য্যবাহী এই বৌদ্ধসাহিত্যে দান বিষয়ক আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে । তবে কেবল বুদ্ধ বাণী অনুসারেই নয় বরং বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থ অনুসারে আমি এই অধ্যায়ে দান বিষয়ক আলোচনা করেছি । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, বৌদ্ধ দর্শনানুসারে নির্বাণ সাধনার প্রারম্ভিক অঙ্গরূপে দান প্রজ্ঞালাভের সহায়ক এবং প্রজ্ঞা দ্বারাই নির্বাণ লাভ করা যায় ।

বৌদ্ধমতানুসারে দানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি নির্বাণ লাভ করা না গেলেও পরোক্ষভাবে কীরূপে দান নির্বাণলাভের পথ সুগম করতে পারে সেইবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । 'দান' শব্দটির অর্থ হল সকল স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানীয় বস্তু প্রদান করার সচেতন ইচ্ছা । কোন ব্যক্তির নিজের উপার্জিত বা প্রাপ্ত পার্থিব স্থাবর কিংবা অস্থাবর - সম্পত্তির প্রতি সচেতনভাবে নিজের যাবতীয় স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন ব্যক্তি কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই হল দান । দান সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই বৌদ্ধধর্মে নির্দেশিত হয়েছে 'দানধম্ম' এবং 'ধম্ম দান' বিষয়ক উপদেশাবলী । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে সাধারণ সংসারী বা গৃহী এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর পারস্পরিক অনোন্য নির্ভরতার সম্পর্ক । আলোচনা করা হয়েছে, দাতার মানসিকতা, দানীয় বিষয়, দানের সময়, গ্রহীতার প্রকারভেদে দানের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে । যেমন দানীয় বস্তু ভেদে 'দান' মূলতঃ দ্বিবিধ । যথা - আমিষ দান ও ধর্ম দান। দানের পাত্র ভেদে কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান বা প্রাতিপুদগলিক দান এবং সংঘ দান । সদাচার পালনের বিবেচনার স্তর অনুসারে মুমুক্ষুগণকে বৌদ্ধদর্শনে স্রোতাপন্ন , সকৃদাগামী , অনাগামী এবং অর্হৎ - এই চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে । বৌদ্ধ মতে 'সংঘ দান' যে প্রকারেরই সাধিত হোক না কেন তা সর্বদাই ফলজনকতার বিচারে প্রাতিপুদগলিক দানের তুলনায় উত্তম বা শ্রেষ্ঠ । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মতে সাত প্রকারের সংঘ দান । এছাড়াও বুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে দানের অন্যান্য প্রকার যেমন - অষ্ট পরিখা দান, কঠিন চীবর দান, বিহার দান, পুকুর ও পুষ্প উদ্যান দান, বেণুবনদান, পুণ্যদান, প্রেত দান, দানের সময় অনুসারে পাঁচ প্রকার কাল দান ইত্যাদির উল্লেখ ও আলোচনা করা হয়েছে । ভগবান বুদ্ধের মতে দান বহু প্রশংসনীয় ও মহাফলপ্রদ । দানের দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভ হয় । এই দানের মাধ্যমেই যে নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভব এই বিষয়ে জাতকে ভগবান বুদ্ধের পূর্ব জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বস্তু দান করলে কী কী ফল লাভ করা যায় তারও উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে বর্ণিত হয়েছে । ব্যাঘাপহ্য সূত্র অনুসারে আলোচিত হয়েছে ব্যক্তির জাগতিক ও ধর্মীয় মানের উন্নতি কল্পে দানের গুরুত্ব বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের নির্দেশাবলী । আলোচিত হয়েছে সঙ্ঘদান ও অনাথপিন্ডিকের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দান' প্রসঙ্গ । অতিদান যে নিস্ফল নয় সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মিলিন্দপ্রশ্নে বর্ণিত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন এবং গ্রীক রাজা মিলিন্দের কথা । অহিংস আদর্শে পরিচালিত দানও যে অনায়াসে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজচিত্রের নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে সূত্ত নিপাতের মাঘ সূত্তে বর্ণিত যজ্ঞ সম্পর্কিত বুদ্ধের উপদেশ ও কূটদন্ত যজ্ঞের গুরুত্ব ।

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান

ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যেকোন সুষ্ঠু ও নিয়মশৃঙ্খল পরায়ণ সমাজব্যবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্যমূলক ক্রিয়া হল 'জনকল্যাণ সাধন' করা । যার অন্যতম মাধ্যম হল 'দান ক্রিয়া' । এই প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মে 'দান ক্রিয়া' কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ রূপেই নয় বরং তা ব্যক্তির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যরূপেই স্বীকৃত এবং আলোচিত হয়েছে । এই ধর্মানুসারে 'দান' করার তাগিদ ব্যক্তির অভ্যন্তরীন বা স্বরূপগত । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যন্তরীন কর্ত্তব্যবোধের দায়বদ্ধতায় 'দান কর্ম' সম্পাদন করেন । এই ক্রিয়ার যথাযথ সম্পাদন বা দায়িত্ব পালন করা যেমন একাধারে সমাজ তথা সমাজবাসীর অন্যতম কর্ত্তব্য তেমনি তা লাভ করা বা পাওয়াও সমাজের ব্যক্তিবিশেষের অধিকার । দানের প্রকার সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে এর দ্বিবিধ ভাগ, যেমন - বাধ্যতামূলক দান বা আবশ্যিক দান এবং ঐচ্ছিক দান । সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে প্রথম প্রকার দানটি 'জাকাত' এবং দ্বিতীয় প্রকারটি 'সাদাকা' নামে উল্লিখিত হয়েছে । জাকাত দানের গ্রহীতা হতে পারেন কারা ? 'জাকাত দান' - এর গ্রহীতা হতে পারেন এমন মোট সাত প্রকার ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় । এঁরা হলেন যথাক্রমে - 'দরিদ্র' , 'অসহায় ও আর্ত', 'জাকাত সংগ্রাহক', 'দাস', 'ঋণি', 'যাঁরা আল্লার নামে বা ধর্মের নামে যুদ্ধ করেন' এবং 'পর্যটক' । সমাজে এই জাকাত এবং সাদাকা দানের প্রভাব কীরূপ ? এই প্রশ্নে আলোচিত হয়েছে সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক স্তরে ব্যক্তির আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক উভয় প্রকার দানের গুরুত্ব । ইসলাম ধর্মের আদর্শ অনুসারে বলা যায় যে , কোন ব্যক্তি যখন অপরের হিতার্থে , সমাজের কল্যাণে কোন ভাল কর্ম বা মঙ্গলজনক কর্মের সাধন করবেন তখন তিনি সেই কর্ম সাধনে কেবল ভালো ভাবেই নয় বরং অত্যন্ত উৎকর্ষতার সঙ্গে যথেষ্ট যত্নবান হবেন । এই প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে নির্দেশিত হয়েছে - দাতার যতবেশী সম্ভব দান করা উচিৎ, যাতে গ্রহীতার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অতিরিক্ত চাহিদার বিষয়গুলিও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তাঁদের দায়িত্ব কেবল আল্লার নির্দেশ অনুসারে মুক্ত মনে 'দান' করা । এটি তাদের পরম কর্ত্তব্য, যার অন্যথায় তাদেরকে যেকোন প্রকার ধর্মীয় শাস্তি পেতে হবে । এছাড়াও দানের প্রকার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে অন্যান্য কয়েকটি 'দান' যেমন - উশ্র, খুমস্ , ইদ্ - উল - ফিতর, ইদ্ -উদ্ - জোহা ইত্যাদি বিষয়ে । যে দানগুলি উক্ত দুই প্রকার দান ব্যবস্থার বৃহৎ পরিসরের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত । সমাজচিত্রে এইরূপ দানতত্ত্বের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে দানক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের হিতসাধনের আদর্শ। এইরূপ জনকল্যাণের মানোন্নয়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করার এক প্রয়াস ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে খ্রীষ্টান ধর্মের মূল গ্রন্থ বাইবেল অনুসারে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও স্বতোপ্রনোদিত ভাবে অপরের সাহায্যে কোন কিছু দেওয়াই হল দান । এখানে 'দান' শব্দটির অর্থ হল পরম ভালবাসা যেখানে স্বার্থের উদ্দেশ্য থাকবেনা, থাকবেনা সমাজের নিয়ম নীতিজনিত কোন দায়বদ্ধতা, থাকবে শুধু অন্তরের আকুতি । নিঃস্বার্থ মনোভাবে অসহায় ও আর্তের উদ্দেশ্যে এইরূপ সাহায্য দান এবং তাকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসার তত্ত্ব । খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে, যীশুকে ভালবাসা আর প্রতিবেশীকে ভালবাসার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই, উভয়ই এক বা সমতুল । কারণ যাঁরা ভগবান যীশুকে ভালবাসেন তাদের সকলেরই এই সকল অসহায় - আর্তদের প্রতি দায়িত্ব আছে । সমাজের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে ব্যক্তি উক্ত সকল ক্ষেত্রে তাঁর জন্য নির্ধারিত দায়িত্বের পালন করবেন এমনটিই অভিপ্রেত । ব্যক্তির এইরূপ সামাজিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় বা অঙ্গ হল 'দান' । এইরূপ ব্যবহারে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত ও নির্দেশিত 'দান' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, অন্যের হিত সাধন, মঙ্গল সাধনের গুরুত্ব ও তার ফল । যা ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বরূপেও নির্দেশিত হয়েছে । অসহায়ের প্রতি সাহায্য দানের উপদেশে দান বিষয়ে যে আন্তরিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ খ্রীষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনে নির্দেশিত হয়েছে সেইরূপ দায়বদ্ধতামূলক দান প্রসঙ্গ পাশ্চাত্যে উত্তর আমেরিকার পলিনেশীয় সভ্যতায় প্রচলিত পট্‌লাচ্ প্রথায় 'উপহার দান' ও 'বিনিময় উপহার দান' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উভয়দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দান বিষয়ে এইরূপ আন্তরিক আকুতি বা দায়বদ্ধতার গুরুত্ব এই অধ্যায়ে বিবেচিত হয়েছে । দান শব্দটি তার পরিসরে উপহার প্রদান এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিনিময় উপহার প্রাপ্তির অবশ্যসম্ভব্যতার এক নতুন মাত্রার যেমন সংযোজন করেছে তেমনি আবার কোথাওবা এইরূপ দানকর্ম ব্যক্তি ও সমাজ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সাধিত হলেও তার পদ্ধতি হয়েছে অতি কঠিন ও কঠোর । খ্রীষ্ট ধর্মে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপকর্মের ক্ষয় সাধন এবং শুচিতা প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে ধর্মীয়ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'উৎসর্গ' দান প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রচিত মথি গ্রন্থের বহু নির্দেশ আলোচিত হয়েছে । মোশি তাঁর গ্রন্থ লেবীয় পুস্তকে সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে কতকগুলি উৎসর্গ এবং নিয়মের উল্লেখ করেছেন । যেমন - পোড়ানো - উৎসর্গ , শষ্য উৎসর্গ , যোগাযোগ - উৎসর্গ, পাপ উৎসর্গ এবং দোষ - উৎসর্গ । এই সকল উৎসর্গ দ্বারা উৎসর্গকারী সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করে নিজের শুচিতা সাধন করেন। এখানে পোড়ানো উৎসর্গ - বিষয়ে গরু , ভেড়া, ছাগল এবং ষাঁড় এই সকল প্রাণীদের উল্লেখ হয়েছে । জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপকর্মের ক্ষয় সাধন করার জন্য নির্দেশিত হয়েছে পাপ - উৎসর্গ ও দোষ-উৎসর্গ । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে , নিজের ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাত সারে কোন

অন্যায় করলে কিংবা সদাপ্রভূর নিষেধ অমান্য করে কোন কাজ করলে তার জন্য কর্মকর্তার পাপফল সঞ্চিত হয় । সেই পাপকর্মফল এর ক্ষয় সাধন করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে পাপ - উৎসর্গ ও দোষ - উৎসর্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রেও সেই একইভাবে খুঁতহীন পশু কিংবা পাখীর প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের মৃতদেহ সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে নির্মিত পোড়ানো বেদীতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে । ঐ পোড়ানোর গন্ধে খুশী হয়ে সদাপ্রভু ঐ ব্যক্তিদের পাপক্ষয় করবেন । এইরূপ উৎসর্গ দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মায়া, ইনকা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণিত পশু বলিদান প্রথা ও তার পদ্ধতির সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য । যীশু খ্রীষ্টের অনুরাগী ফিলীমনের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, 'দান' ও 'দয়া' জোর পূর্ব্বক আদায় করার বিষয় নয়, বরং তা হয় স্বভাব নিয়মে । সমাজের এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন কল্যাণের লক্ষ্যে দানের ফল বিষয়ে আলোচিত হয়েছে প্রচারহীন দানের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠ দান প্রসঙ্গ ।

সপ্তম অধ্যায় : দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস

দর্শনে বিশেষতঃ নীতিদর্শনে যে উপযোগিতা তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায়, তা মুলতঃ হিতসাধনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । অন্যের হিতসাধনে যা উপযোগী কিংবা আরও সুনিশ্চিত করে বলা হয়, যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ হিত সাধনের উপযুক্ত তাই উপযোগী । যা পরার্থবাদ (altruism) - এরও কথা বলে। এইরূপ পরার্থবাদী ক্রিয়া - কর্মের অন্যতম মাধ্যমরূপে দানের উল্লেখ করা হয়েছে । যার প্রাথমিক লক্ষ্য অন্যের মঙ্গল সাধন বা হিতসাধন নির্ধারিত বা ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তা যে সবক্ষেত্রেই স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হতে পারে বা হয় এমন নয় এবং এই মর্মে বিভিন্ন সম্ভাবনারও উল্লেখ হয়েছে। যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কীভাবে জনসাধারণের হিতকল্পে পরিচালিত দান ক্রিয়াও এইরূপ প্রচলিত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েও 'দান' নামেই অভিহিত হয়। কোন অসহায় ব্যক্তির সাহায্যে তার সহায় হওয়া, তাকে যেকোনভাবে সাহায্য করে তার অসহায় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় দেওয়া হল 'দান' । 'দান' শব্দটির এইরূপ প্রচলিত ব্যবহারের সঙ্গে যেমন একজন ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করার ধারণা যুক্ত হয়ে আছে তেমনি বৃহত্তর পরিসরে সেই ক্রিয়ায় সমাজের মঙ্গল সাধনের দিকটিও জড়িত হয়ে আছে । এইরূপ মঙ্গল

সাধনের সম্পর্ক শুধুমাত্র দুজন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই নয় বরং একজন ব্যক্তির সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর, কোন সংঘের কিংবা কোন সম্পদায়ের সঙ্গেও গড়ে ওঠে । তবে প্রচলিত ক্ষেত্রে দান সম্পর্কিত কতকগুলি প্রচলিত বিধি যেমন, গ্রহীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা, দানীয় বিষয়ের মূল্যমানে নিশ্চিত হওয়া, দাতার দান বিষয়ে কোন অহংবোধ না থাকা ইত্যাদি সকল নিয়ম অতিরিক্ত কোন আইনী বিধি কিংবা বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট সামাজিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কোন অনুশাসনের প্রভাব থাকে না । কিন্তু যখন দান ক্রিয়াটি এইরূপে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন দান বিষয়ে ঐরূপ প্রচলিত কতকগুলি বিধি যেমন, গ্রহীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা, দানীয় বিষয়ের মূল্যমানে নিশ্চিত হওয়া, দাতার দান বিষয়ে কোন অহংবোধ না থাকা ইত্যাদি অতিরিক্ত বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট সামাজিক অথবা কোন প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনের প্রয়োজন হয় । যে বিধিগুলির মাধ্যমে সমাজের সুরক্ষাকল্পে সম্পাদিত দান ক্রিয়া পূর্ণরূপে দায়বদ্ধতার সঙ্গে পরিচালিত হতে পারে এবং তার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে যেমন প্রয়োজন হয় আইনী হস্তক্ষেপের তেমনি আবার প্রতিষ্ঠিত সরকারের রাজনৈতিক পদক্ষেপও । সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে পরিচালিত দানকর্মে দাতা হতে পারেন কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান অথবা শাসক সরকার নিজে। যেহেতু সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা অথবা সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ সাধন করাই এইধরণের প্রকল্পগুলির লক্ষ্য তাই সকল দাতাকেই গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হয় । গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'দান' প্রকল্পগুলি সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কল্পে গৃহীত হওয়ায় দাতার কাছে গ্রহীতাকে হতে হবে অপরিচিত । তবে এমন নয় যে, পরিচিত অসহায় ব্যক্তি গ্রহীতা হতে পারেন না বরং রক্তদান থেকে শুরু করে খাদ্য, বস্ত্র , ঔষধসহ জীবনের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির দান করা এবং সেই দান গ্রহণ করার অধিকার দুজন পরপস্পর পরিচিত ব্যক্তির মধ্যেও সর্বদাই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।এইরূপে অপরিচিত গ্রহীতার বিধি গ্রহণ করা হয়েছে যাতে দান প্রকল্পগুলি যথাসম্ভব পক্ষপাতিত্বমূলক প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পন্ন হতে পারে।তবে এমন নয় যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ এখানে উপেক্ষিত বা অবহেলিত হয় তবে যেহেতু গোষ্ঠী স্বার্থই সামাজিক সুরক্ষাকে অধিক পরিমাণে বলবৎ করতে পারে তাই এইধরণের দানক্ষেত্রে সকল দাতাকেই একই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করতে হয় এবং সেই সূত্রেই এই প্রসঙ্গে সরকারী নির্দেশ ও বিধি অনুসারেই সকল দান কর্মকে সাধিত হতে হয় । প্রাথমিকভাবে এইধরণের প্রকল্পকে স্বাধীন বলে মনে হলেও বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত আর্থ - সামাজিক পরিকাঠামোয় এইরূপ দানকর্মের মূলে যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরোক্ষ উদ্দেশ্যও নিহিত থাকে সেকথা অস্বীকার করা যায় না । এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিভিন্ন দান প্রসঙ্গ এবং সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনী বিধির প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব । দান সম্পর্কে এইরূপ হিত সাধনের নীতির মূলে অন্যতম প্রধান আদর্শরূপে

পরার্থবাদীভাবনায় অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে বর্ণিত দান বিষয়ক বিধি গ্রাহ্য হয়েছে কীনা সেই প্রশ্নেরও অবতারনা হয়েছে । এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে উপসংহার অংশে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বর্ণিত এইসকল দান ব্যবহারের মধ্যে দানের অন্যান্য ভিত্তির মধ্যে মূলতঃ সামাজিক, ধর্মীয় এবং মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির নিরিখে বর্ণিত দানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কীরূপে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম নয় বরং যেন এক প্রকার পারিবারিক সাদৃশ্যের নিরিখে এইরূপ পরার্থবাদী আদর্শ ক্ষেত্র বিশেষে চরিতার্থতা লাভ করছে আবার কোথাওবা প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা হয়েছে ।